BHTPA Bulletin

বর্ষ ০১
সংখ্যা ০২
অক্টোবর ২০২১

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার (১৮ অক্টোবর, ২০২১) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র ও বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের শেখ রাসেল ক্ষেটিং ফেডারেশন প্রাঙ্গে 'শেখ রাসেল দিবস-২০২১' এর উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রী শেখ রাসেল 'শৈশবে ঝরে যাওয়া ফুল' এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ প্রকাশিত শেখ রাসেল 'দীপ্ত জয়োল্লাস আদম্য আত্মবিশ্বাস' গ্রন্থ দু'টির মোড়ক উন্মোচন করেন -পিআইডি/ফোকাস বাংলা নিউজ

"একটা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে চাই"

- শেখ রাসেল দিবসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

চলতি বছরের শেষে ফাইভ-জি চালু হবে : সজীব ওয়াজেদ জয় (পৃষ্ঠা ০২)

আইটি সেক্টরে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কাওরান বাজারে আরো একটি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করা হবে: আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক (পৃষ্ঠা ০৬)

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর এবং শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোরে নয়টি কোম্পানি বিনিয়োগ করবে প্রায় ৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (পৃষ্ঠা ১৬)

Ready for Investment!

Startup Co-working Space
Corporate Office Space
Developed Land for Industry

Sheikh Kamal IT Business Incubator at Rajshahi

Bangabandhu Sheikh Mujib Hi-Tech Park at Sylhet

S heikh Kamal IT Business Incubator at CUET

BANGLADESH HI-TECH PARK AUTHORITY

ICT Tower (9th Floor), E-14/X, Agargaon, Dhaka-1207

02-55006975

info@bhtpa.gov.bd

www.bhtpa.gov.bd

www.facebook.com/BHTPA/

OTHER BENEFITS

- Cheaper land and space leases
- Easy access to market and Academia
- Transportation & Utility supports
- Free employee training programs
- Public private partnership opportunities
- Talented and skilled workforces
- Low cost of doing business
- Connectivity and accessibility
- Policy based advocacy and supports
- 148 one-stop-services to fastrack digitally

INCENTIVES

- 10% cashback on export oriented revenue
- 10 years tax exemption from start of operation
- No tax on profits
- 100% ownership for foreign investors
- 80% VAT Exemption on utilities
- 100% repatriation facilities for profit and capital
- Tax discount for Foreign employees
- 100% VAT exemption on IT/ITeS offer rent
- Dedicated One Stop Service portal
- Duty free import on fixed capital and asset

And many more…

একটা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে চাই: শেখ রাসেল দিবসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার (১৮ অক্টোবর, ২০২১) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র ও বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের শেখ রাসেল স্কেটিং ফেডারেশন প্রাঙ্গে 'শেখ রাসেল দিবস-২০২১' এর উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রী শেখ রাসেল 'শৈশবে ঝরে যাওয়া ফুল' এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ প্রকাশিত শেখ রাসেল 'দীপ্ত জয়োল্লাস আদম্য আত্মবিশ্বাস' গ্রন্থ দু'টির মোড়ক উন্মোচন করেন -পিআইডি/ফোকাস বাংলা নিউজ

একটা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে চাই বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমি সোনার বাংলাদেশ গড়তে চাই। যে দেশে কোনো অন্যায় থাকবে না, অবিচার থাকবে না, মানুষ সুন্দরভাবে বাঁচবে। গত ১৮ অক্টোবর ২০২১ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'শেখ রাসেল দিবস-২০২১' এর উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

দিবসটি উদ্বোধন করে শেখ হাসিনা বলেন, এই বাংলাদেশ সামনে কেমন হবে তার জন্য পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা করে দিয়েছি। বাংলাদেশের আগামী দিনের চলার পথে যেন আর কোনো হত্যা, ক্যু, ষড়যন্ত্র না হয়। বাংলাদেশের মানুষ যেন সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে। ঘাতকের বুলেটে আর কোনো শিশুকে যেন এভাবে জীবন দিতে না হয়। আমি জাতির কাছে এই আহ্বানই জানাবো যে, আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। কাজেই তাদের নিরাপত্তা দেওয়া, তাদের ভালোবাসা দেওয়া, তাদের সুন্দরভাবে গড়ে তোলা, তাদের জীবনটাকে সার্থক করা, অর্থবহ করা; এটাই যেন সকলের আকাঙ্ক্ষা হয়। এটাই যেন সকলের কর্তব্য পালনকালে সকলের আদর্শ হয়- সেটাই আমি চাই।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর কতিপয় বিপথগামী সদস্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার সময় তার ছোট ছেলে শেখ রাসেলকেও হত্যা করে। ওই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি স্কুলে (বর্তমানে ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ) চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিলেন শেখ রাসেল। নিজের ছোটভাইকে স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একজন শিশুকে হত্যা মানেই লাখো-কোটি শিশুর জীবনে একটা আশঙ্কা এসে যায়। স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা দেখেছি যে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এদেশে যেভাবে গণহত্যা চালিয়েছিল, তারাও কিন্তু শিশুদের রেহাই দেয়নি। ছোট্ট নবজাতক শিশুকেও তারা হত্যা করেছে। এমনকি মায়ের পেটের শিশুকেও হত্যা করেছে। আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা দেখেছি ২০০১ সালের অক্টোবরের নির্বাচনের পর বিএনপি-জামায়াত একই কায়দায়, ঠিক যেন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যেভাবে গণহত্যা চালিয়েছিল ওইভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পরেও আরো অনেক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সেনাবাহিনীতেই ১৯ বার ক্যু হয়েছে। একটা বাহিনীতে যদি ১৯ বার ক্যু হয়, তাতে ডিসিপ্লিন আছে বলে কেউ দাবি করতে পারে না। আর এই একেকটা ক্যু ধরে ধরে হাজার হাজার সৈনিক অফিসার হত্যা করা হয়েছে। অনেকের পরিবার লাশও পায়নি। সেই সাথে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদেরও অকথ্য নির্যাতন। বিশেষ করে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ওপর। তাদের দিনের পর দিন ধরে নির্যাতন করা হয়েছে। আবার ঠিক সেই ঘটনা আমরা দেখেছি।

পঁচাত্তরের পর বারবার এ ধরনের অত্যাচার করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, ২০০১ সালের নির্বাচনের পর আবারও সেই একই ঘটনা। এরপর অগ্নিসন্ত্রাস থেকে শুরু করে কতভাবে মানুষকে হত্যা করেছে- বাসে আগুন দিয়েছে, শিশু পুড়ে মারা গেছে। এই ঘটনাও আমরা বাংলাদেশে দেখেছি। কিন্তু আমরা তো এ রকম চাই না, আমরা চাই বাংলাদেশ একটা শান্তিপূর্ণ দেশ হবে।

প্রত্যেকটা শিশুর জীবন অর্থবহ হবে, সুন্দর হবে। এভাবে অকালে ঝরে যাবে সেটা আমরা চাই না। একটি ফুল পূর্ণাঙ্গভাবে ফোটার আগে অকালে ঝরে যাক এটা কারো আকাঙ্ক্ষা নয়। এটা কেউ চায় না।

'পঁচাত্তরের পর শুধু হত্যা না, একই সাথে ইতিহাসকেও মুছে ফেলা হয়েছিল' বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমাদের অনেক প্রজন্ম জানতেই পারেনি যে সেখানে কতজন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, কীভাবে হত্যা করা হয়েছে বা একাত্তর সালে কীভাবে গণহত্যা হয়েছিল আমাদের দেশে। শিশুরা যেন নিরাপদ থাকে। এই বাংলাদেশে প্রথম ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশু নিরাপত্তার জন্য আইন করে দিয়ে যান। কী দুর্ভাগ্য আমাদের ঘাতকের হাতে তারই সন্তানদের হত্যার শিকার হতে হয়। বাংলাদেশে যেন আর এই ধরনের কোনো ঘটনা ভবিষ্যতে না ঘটে সেটাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা, সেটাই আমরা চাই।

শেখ রাসেলের স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কেউ যদি জিজ্ঞেস করতো তুমি কী হবে? সে বলতো আমি আর্মি হবো। সে একটা আর্মি অফিসার হবে- এটাই তার জীবনের স্বপ্ন ছিল।'

উল্লেখ্য, "শেখ রাসেল : দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস" এ প্রতিপাদ্য নিয়ে গত ১৮ অক্টোবর ২০২১ প্রথমবারের মতো "ক" শ্রেণির জাতীয় দিবস হিসেবে জাতীয়ভাবে দেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলা এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে যথাযথ মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে শেখ রাসেল দিবস ২০২১।

শেখ রাসেলকে নিয়ে লেখা দুটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ সন্তান শেখ রাসেলকে নিয়ে সংকলিত 'শেখ রাসেল: শৈশবে ঝরে যাওয়া ফুল' ও 'শেখ রাসেল: দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি গত ১৮ অক্টোবর ২০২১ (সোমবার) রাজধানীর

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রথমবারের মতো আয়োজিত শেখ রাসেল দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে মোড়ক উন্মোচন করেন।

'শেখ রাসেল: শৈশবে ঝরে যাওয়া ফুল' বইটির প্রধান উপদেষ্টা যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেল। বইটি সম্পাদনা করেছেন কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. চৌধুরী নাফিজ সরাফাত। বইটির উপদেষ্টা সম্পাদক বাংলাদেশ রোলার স্কেটিং ফেডারেশনের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ। জয়ীতা প্রকাশনী থেকে বের হওয়া বই দুটির প্রকাশক ইয়াসিন কবীর জয়। প্রচ্ছদ ও গ্রন্থ পরিকল্পনা করেছেন শাহরিয়ার খান বর্ণ।

'শেখ রাসেল: দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস' বইটির সম্পাদনা করেছেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। বইটির উপদেষ্টা সম্পাদক কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. চৌধুরী নাফিজ সরাফাত।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদের যৌথ এ আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। বিশেষ অতিথি ছিলেন শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান মো. রকিবুর রহমান, সংগঠনের উপদেষ্টা ড. চৌধুরী নাফিজ সরাফাত, তরফদার মো. রুহুল আমিন ও মো. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা।

চলতি বছরের শেষে ফাইভ-জি চালু হবে : সজীব ওয়াজেদ জয়

নিউইয়র্ক, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (বাসস): মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় বলেছেন, চলতি বছরের শেষ নাগাদ দেশে ফাইভ-জি সেবা চালু করা হবে। সরকার প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে ফাইভ-জি প্রযুক্তি চালু

করার পরিকল্পনা নিয়েছে। যেহেতু সরকার দেশের সকল প্রান্তের মানুষের কাছে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ সে হিসেবে বাংলাদেশের সক্ষমতা ও ব্র্যান্ডউইথের ঘাটতিও নেই। গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ নিউইয়র্কে বিজনেস রাউন্ড টেবিল ডিসকাশনে অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, 'আমাদের প্রয়োজনীয় সক্ষমতা রয়েছে; কিন্তু আমাদের দেশের প্রান্তিক ব্যবহারকারীরা ফিক্সড লাইনের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না। তারা মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। এ জন্য আমরা স্পেকট্রাম ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছি। ঘন-জনবসতির কারণে আমাদের ব্যাপক জায়গায় এই সংযোগ দিতে হবে এবং অতিরিক্ত সংযোগ নিলামের মাধ্যমে দিতে হবে। আর এ জন্য আমরা মোবাইল অপারেটরদের জন্য অধিক স্পেকট্রাম অবাধ করে দিচ্ছি।'

অপারেটরগুলো কয়েক বছর আগে ফোর-জি চালু করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা আরো বলেন, 'আমরা আশা করছি যে-অতিরিক্ত স্পেকট্রাম ব্যবহার করে মোবাইল অপারেটরগুলো দুর্গম গ্রামীণ এলাকাগুলোতে (শেষ প্রান্তে) ফোর-জি চালু করতে পারবে।'

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, বিগত দুই বছরে মোবাইল অপারেটরগুলো অনলাইন আইডেন্টিটি (কেওয়াইসি) চালু করেছে। এর ফলে বাংলাদেশের যে কোন ব্যাংক একাউন্টে তাৎক্ষণিক পেমেন্ট করা যাবে। তিনি আরো বলেন, এখন পর্যন্ত অর্থাৎ এই সেবা শুরুর আগে, এই পেমেন্ট করতে দুই দিন পর্যন্ত সময় লেগে যেত।

সূত্র: বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

শেখ রাসেল: দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস" এ প্রতিপাদ্য নিয়ে গত ১৮ অক্টোবর, ২০২১ তারিখ প্রথমবারের মতো 'ক' শ্রেণির জাতীয় দিবস হিসেবে দেশব্যাপী জেলা-উপজেলা এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে যথাযথ মর্যাদায় উদযাপিত

হয়েছে শেখ রাসেল দিবস ২০২১।

'শেখ রাসেল দিবস ২০২১' উদযাপন উপলক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ চত্বরে স্থাপিত শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। আইসিটি বিভাগ ও এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এতে অংশগ্রহণ করেন।

এসময় শেখ রাসেলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদের উদ্যোগে আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলমের নেতৃত্বে বনানী কবরস্থানে শেখ রাসেলের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এবং আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

শেখ রাসেলের মানবিক দিকগুলো শিশু-কিশোরদের কাছে তুলে ধরতে হবে : আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন আমাদের তরুণ প্রজন্ম ও শিশু-কিশোরদের সুপ্ত প্রতিভা এবং সাংস্কৃতিক চেতনা জাগ্রত করে বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে হবে। তিনি বলেন আর কোনো শিশু হত্যাকাণ্ডের শিকার হবে না, ধর্মীয় পরিচয়ে কাউকে নির্যাতিত হতে হবে না, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাগ্রত হয়ে এসব নিশ্চিত করতে পারলেই শেখ রাসেলের আত্মা শান্তি পাবে। প্রতিমন্ত্রী আজ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের হল অব ফেম "শেখ রাসেল দিবস ২০২১" উপলক্ষ্যে "শেখ রাসেল : দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস" শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম; শহীদ বুদ্ধিজীবী সন্তান, বিশিষ্ট চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. নুজহাত চৌধুরী; এটিএন নিউজের প্রধান নির্বাহী সম্পাদক মুন্নী সাহা; আন্তর্জাতিক শিশু পুরস্কার বিজয়ী জনাব সাদাত রহমান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক নবনীতা চৌধুরী। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কবি, লেখক, নাট্যকার ও সাংবাদিক আনিসুল হক।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শেখ রাসেলকে হত্যা করতে যাদের হাত কাঁপেনি তাদের উত্তরসূরিরাই দেশে বর্তমানে অস্থিতিশীল অবস্থা তৈরি করতে চাচ্ছে। তারা বাংলাদেশকে হত্যা করতে চেয়েছে এবং তারা এখনো চেষ্টা করে যাচ্ছে।

"১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে দুটি প্রজন্ম কেন বড় হলো না, তার উত্তর আমাদেরই দিতে হবে। শিল্প সাহিত্য দিয়ে মানুষের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ হয় যা সেই সময় হয়নি।" শিশু কিশোরদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে উজ্জীবিত করে দেশের কল্যাণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে পলক বলেন, বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীকে আগামী প্রজন্মের সন্তানদের জন্য একটি নিরাপদ বিশ্ব হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করব।

তিনি শেখ রাসেলের মানবিক দিকগুলো শিশু-কিশোরদের কাছে তুলে ধরার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

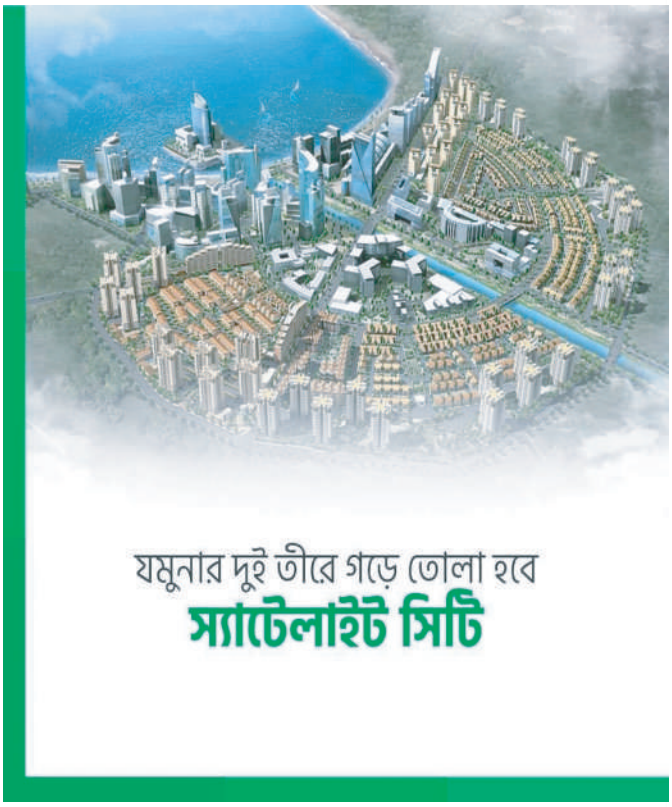

প্রধানমন্ত্রীর সততা, সাহস ও দূরদর্শিতার জন্য আজকে সুফল পাচ্ছে বাংলাদেশ' - উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান

নবাবগঞ্জ ও দোহার উপজেলার আইটি বিশেষজ্ঞ ও উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা এবং একই সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ইনফো সরকার-৩ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ ও দোহার উপজেলায় ২২ টি ইউনিয়নে কানেক্টিভিটি

উদ্বোধন বিষয়ক একটি অনুষ্ঠান গত ০৯ অক্টোবর ২০২১ (শনিবার) নবাবগঞ্জ উপজেলার ওয়াসেফ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা জনাব সালমান ফজলুর রহমান, এমপি। অনুষ্ঠানটিতে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। উক্ত অনুষ্ঠানে ঢাকার জেলা প্রশাসক শহীদুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ।

"প্রধানমন্ত্রীর সততা, সাহস ও দূরদর্শিতার জন্য আজকে সুফল পাচ্ছে বাংলাদেশ"- বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান। তিনি বলেন, 'সবাই কিন্তু একটি প্রশ্ন করে তোমাদের প্রধানমন্ত্রী কীভাবে দেশটা এই পর্যায়ে নিয়ে আসছে, তারা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। এখন প্রতিটি সেক্টরেই উন্নতি হয়েছে।' তিনি আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে যখন ক্ষমতায় আসলেন তখন মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র সাড়ে ৪'শ ডলার। আর ১১ বছর পর এই আয় এসে দাঁড়িয়েছে ২,২২৭ ডলারে। তিনি আরো বলেন, এ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। এজন্য প্রধানমন্ত্রীর মতো দেশের প্রতিটি নাগরিককে পরিশ্রম করতে হবে। সবার সম্মিলিত পরিশ্রম বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করবে।"

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, "আজকে নবাবগঞ্জের প্রতিটি বাড়ি বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত, এখানে ফ্রিল্যান্সাররা উচ্চ গতির ইন্টারনেট চায়, শিক্ষকগণ আরো বেশি কম্পিউটার ল্যাব চায়। আমাদের জনপ্রতিনিধিদের দাবি হলো- এখানে যেন আরো আধুনিক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ আসে তার জন্য তারা হাই-টেক পার্ক এবং শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেশন সেন্টার চায়। অথচ ১২ বছর আগে এই এলাকার মানুষের দাবি ছিল বিদ্যুতের সংযোগ, রাস্তার মেরামত এবং কাঁচা রাস্তা পাকা-করণ করা। এই দাবিগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পূরণ করেছেন বলেই কিন্তু উন্নত জীবনে যাওয়ার জন্য নতুন নতুন দাবি উত্থাপন আজকে হচ্ছে।'

কেন ৭৫ পরবর্তী সময়ে ২১টি বছর বঙ্গবন্ধুর খুনিরা শাসনের নামে শোষণ করেছেন; তাদের সমালোচনা করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, "কেন তাদের সময় উন্নয়ন হলো না, আর এখন হয়েছে। কি ম্যাজিক জননেত্রী শেখ হাসিনার আছে যে একটা দরিদ্র রাষ্ট্রকে ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করতে পারলেন। এর প্রথম কারণ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর সততা, দ্বিতীয় হলো সাহসিকতা এবং তৃতীয় হচ্ছে তাঁর দূরদর্শিতা। তিনি সৎ, সাহসী এবং দূরদর্শী হওয়ার কারণেই বাংলাদেশ দ্রুত সময়ের মধ্যে এত এগিয়ে গিয়েছে।"

দোহারে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমার কাছে এখানে এসে মনে হচ্ছে ঢাকারই অন্য একটি এলাকায় এসেছি। ঢাকার গুলশান-বনানী আর নবাবগঞ্জের বাজার, মার্কেট, শপিং মলে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। এই শহর এবং গ্রামের পার্থক্য দূর করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই ১২ বছরের মধ্যে একটা দরিদ্র রাষ্ট্র থেকে মধ্যম আয়ের মর্যাদাশীল রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা।'

সবশেষে, মাননীয় উপদেষ্টা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ইনফো সরকার-৩ প্রকল্পের আওতায় নবাবগঞ্জ ও দোহার উপজেলায় ২২টি ইউনিয়নে কানেক্টিভিটি উদ্বোধন করেন।

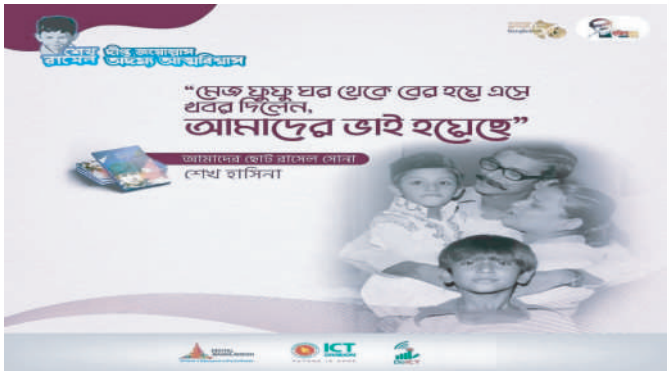

আইটি সেক্টরে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কাওরান বাজারে আরো একটি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করা হবে: আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক

আইটি সেক্টরে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে স্পেসের ব্যাপক চাহিদা পূরণ এবং ব্র্যান্ডিংয়ের উপযুক্ত ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার জন্য কাওরান বাজারে আরো একটি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করা হবে। ১ লক্ষ ২০ হাজার বর্গফুট স্পেস বিশিষ্ট ১২ তলা এই গ্রিন বিল্ডিং তৈরিতে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। গত ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (বৃহস্পতিবার) বিকেলে ভিশন ২০২১ টাওয়ার-২ সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বরাদ্দকৃত জমি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। কাওরান বাজারে ভিশন ২০২১ টাওয়ার-১ সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক (সাবেক জনতা টাওয়ার)-এ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর চেয়ারম্যান এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী উপস্থিত ছিলেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক জানান, গত ০৩ আগস্ট, ২০১০ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স এর প্রথম সভায় কাওরান বাজারস্থ ভিশন-২০২১ টাওয়ারটিতে (সাবেক জনতা টাওয়ার) একটি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ২৪ নভেম্বর, ২০১০ তারিখে ভিশন-২০২১ টাওয়ারটি বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ জরাজীর্ণ ভবনটির সংস্কার করে একটি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করে এবং গত ১৮ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কটির কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। বর্তমানে পার্কটিতে ১৯টি প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১,০০০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে এছাড়াও এখানে ১৫টি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান কাজ করে থাকে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর চেয়ারম্যান এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী বলেন, দেশের আইটি সেক্টরের বিকাশের স্বার্থে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ইতোমধ্যে জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক (প্লট নং-৪৯) এর দক্ষিণ পার্শ্ব সংলগ্ন অব্যবহৃত ০.৪৭ একর (প্লট নং-৪৯/এ, ৪৯/বি এবং ৪৯/সি) জমিতে 'ভিশন ২০২১ টাওয়ার-২ সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক' নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করেছে। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে এই জমি হস্তান্তর করা হলো। বাংলাদেশের আইটি সেক্টরকে এগিয়ে নিতে এখানে আন্তর্জাতিক মানের ভবন নির্মাণের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি আইটি কোম্পানি এবং সম্ভাবনাময় স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ পাবে। ফলে দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আমরা আশা করছি।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) এ এন এম সফিকুল ইসলাম বলেন, দেশের ইনোভেশন কার্যক্রমকে গতিশীল করে একটি ইনোভেশন সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের অর্থায়নে ও বিশ্বব্যাংকের ঋণে মোট ৩৫৩.০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের আওতায় 'ডিজিটাল উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবন ইকোসিস্টেম উন্নয়ন' নামীয় একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে ইনোভেশন ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

জমি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. খন্দকার আজিজুল ইসলাম; এছাড়া গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, আইসিটি বিভাগ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জমি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) সৈয়দ জহুরুল ইসলাম।

ইজ অব ডুয়িং বিজনেস ইনডেক্সে বাংলাদেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে : এন এম জিয়াউল আলম

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) পোর্টালে নতুন নতুন সেবা যুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর সাথে সমঝোতা করেছে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (সোমবার) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে এক অনাড়ম্বর সভার মাধ্যমে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পক্ষে মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব) মো. নাসির উদ্দিন আহমেদ সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। সমঝোতা স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর : ওএসএস সার্ভিসে যোগ হবে আরো তিনটি সেবা

এই সমঝোতার মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) পোর্টাল এর সাথে কলকারাখনা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর তিনটি সেবার ইন্টিগ্রেশন করা হবে। এর ফলে বিনিয়োগকারীগণ ওএসএস পোর্টাল এর মাধ্যমেই কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর এই সেবাগুলো গ্রহণ করতে পারবেন। ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন হলে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (১) কারখানা/প্রতিষ্ঠানের মেশিন লে আউট নকশা অনুমোদন; (২) কারখানা/প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান; এবং (৩) লাইসেন্স নবায়ন/সংশোধন/সম্প্রসারণ এর সেবাসমূহ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে প্রদান করা সম্ভব হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ জানান এবং সেবাদাতা সংস্থা/প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহযোগিতা করার আহবান জানান যেন সকল সেবা অতি দ্রুত ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালে যুক্ত করা যায়। এতে ইজ অব ডুয়িং বিজনেস (Ease of Doing Business) ইনডেক্সে বাংলাদেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ বলেন, বিনিয়োগকারীগণকে দ্রুত ও সর্বোত্তম সেবা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮ এবং ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় মোট ১৪৮টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে যার মধ্যে ৪০টি সেবা অনলাইনে (https://ossbhtpa.gov.bd/) পোর্টালের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।

ওয়ান স্টপ সার্ভিসের সমন্বয়ক কল্যান কুমার সরকার বলেন, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ অনলাইনে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে আরো সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ওএসএস টিম সূত্রে জানা যায়, ওয়ান স্টপ সার্ভিস দ্বারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠা হাই-টেক পার্কগুলো হতে মানসম্পন্ন ও কার্যকর সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে এবং বিনিয়োগকারীরা কোনোরকম জটিলতা ছাড়াই সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণের সুযোগ পাবেন যা দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে আরো ত্বরান্বিত করবে। অনলাইনে প্রদানযোগ্য সব ধরনের সেবা পর্যায়ক্রমে অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস সিস্টেমের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

বাংলাদেশের প্রটি শিশু-কিশোরের কাছে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরতে চাই - আইসিটি প্রতিমন্ত্রী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এর জন্মদিন ১৮ অক্টোবরকে শেখ রাসেল দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ গ্রহণ করেছে বিশেষ কার্যক্রম। এরই আলোকে ৩ অক্টোবর ২০২১, রবিবার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

শেখ রাসেল ওয়েবসাইট এবং অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

বিভাগের আওতাধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর "শেখ রাসেল দিবস ২০২১" উপলক্ষ্যে "শেখ রাসেল ওয়েবসাইট ও অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা উদ্বোধন শীর্ষক একটি সংবাদ সম্মেলন" রাজধানী ঢাকার আগারগাঁওয়ের আইসিটি টাওয়ার -এর বিসিসি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। সংবাদ সম্মেলনে আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদের মহাসচিব কে এম শহীদুল্লাহ, এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম-এর প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্ম সচিব ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর। এছাড়া অনুষ্ঠানটিতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন। অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধুর লেখা বই থেকে শেখ রাসেলের স্মৃতিচারণ করে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, বিশ্বে যেন আর কোনো শিশুকে শেখ রাসেলের মতো জীবন দিতে না হয়, এই রকম কলঙ্কজনক অধ্যায় যেন আর কেউ তৈরি করতে না পারে, তার জন্য আমরা বাংলাদেশের প্রতিটি শিশু-কিশোরের কাছে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস, শেখ রাসেলের সংগ্রামী জীবন এবং তার যে মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড সেটি আমরা তুলে ধরতে চাই। পলক বলেন, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ যে গত ২৩ আগস্ট ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে প্রতি বছর ১৮ অক্টোবর তারিখ 'শেখ রাসেল দিবস' 'ক' শ্রেণির দিবস হিসেবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের এই দেশের কোটি কোটি শিশু, কিশোর ও তরুণদের কাছে শেখ রাসেলের জীবন ও শৈশবকে তুলে ধরা হলো এই দিবসের অন্যতম উদ্দেশ্য। পরে প্রতিমন্ত্রী শেখ রাসেল দিবসের কর্মসূচি বিস্তারিত তুলে ধরেন এবং শেখ রাসেল ওয়েবসাইট ও অনলাইন কুইজ প্রযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদের মহাসচিব কে এম শহীদুল্লাহ বলেন, পরিবারের সকলের প্রিয় ছোট্ট সোনামনি শেখ রাসেল খুব কম সময়েই তাঁর পিতাকে কাছে পেয়েছেন। তবে ছোটকাল থেকেই তাঁর হাটাচলা ছিল বঙ্গবন্ধুর মতো, এমনকি পোশাকটিও পরতো বাবার মতো করে। তিনি বলেন, পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট নৃশংস হত্যাযজ্ঞে পাষাণ ঘাতকের মন এতটুকু টলেনি নিষ্পাপ শিশু শেখ রাসেলের আকুতিতে। মায়ের কাছে যাবার প্রাণপণ আর্তিতে কর্ণপাত করেনি খুনিরা।" সবশেষে তিনি শেখ রাসেলকে অত্যন্ত নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যার তিব্র নিন্দা জানান।

আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ বলেন, জাতির পিতার অনুপ্রেরণায় ও আদর্শে বাংলাদেশ পরিচালিত হচ্ছে এবং সেই পরিচালনার দায়িত্বটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে দেশের উন্নয়নের একটি হাতিয়ার হিসেবে বেঁছে নিয়েছেন। শেখ রাসেল দিবস সম্পর্কে মন্তব্য করে তিনি বলেন

যে, এই আয়োজনটি এখন জাতীয় পর্যায়ে রূপ নিয়েছে। আমি আশা করি, আমাদের শিশু-কিশোরদের মনে শেখ রাসেলের আদর্শটি প্রভাবিত করতে সহযোগিতা করবে। আমরা চাই একটি উন্নত বাংলাদেশ যেখানে তথ্য ও প্রযুক্তি থাকবে এবং যেখানে একটি সুন্দর আদর্শের মাধ্যমে যুবসমাজ ও শিশু-কিশোররা গড়ে উঠবে। এই আদর্শের মূল জায়গাটি হচ্ছে শেখ রাসেলের শিশু জীবনের জীবন আদর্শ যা থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ গঠনের জন্য আগামীতে তৈরি হবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন স্বাগত বক্তব্যের শুরুতে শহিদ শেখ রাসেল-কে নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, "আমরা এখন কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে চিন্তা করছি। তিনিও বেঁচে থাকলে হয়তোবা সামিল হতেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে। ভিশন ২০২১, ২০৩০, ২০৪১, ডেল্টা প্ল্যান, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব নিয়ে তার বোন বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় এখন যেমন দেশের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন, বেঁচে থাকলে তিনিও নিঃসন্দেহে নিজেকে দেশের জন্য নিয়োজিত রাখতেন।"

সবশেষে কুইজ প্রতিযোগিতার নিয়মাবলি উপস্থাপন করেন এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম-এর প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্ম সচিব ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, কন্ট্রোলার অব সার্টিফায়িং অথরিটিজ (সিসিএ) এবং ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সি- সহ সকল মন্ত্রণালয় এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠন শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদ এর সার্বিক সহযোগিতায় 'শেখ রাসেল দিবস' এর অংশ হিসেবে শেখ রাসেল (www.sheikhrussel.gov.bd) নামক একটি ওয়েবসাইট ও অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার প্ল্যাটফর্ম তৈরির কাজ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রকল্প। এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে শিশু-কিশোর তথা বিশেষ করে স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা গভীরভাবে শেখ রাসেল সম্পর্কে জানতে পারবে।

দুরন্ত, প্রাণবন্ত শেখ রাসেল-এর জন্ম, শৈশব, শিক্ষাজীবন, স্বপ্ন, ভ্রমণ, পরিবার, পছন্দ, তাঁর ওপর রচিত গ্রন্থ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তসহ বিভিন্ন বিষয় তরুণ প্রজন্ম বিশেষ করে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা শেখ রাসেল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে জাতীয়ভাবে আয়োজন করা হচ্ছে 'শেখ রাসেল অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা'। মূলত উল্লিখিত বিষয়সমূহ থেকে প্রশ্ন নির্ধারণ করা হবে উক্ত প্রতিযোগিতায়। প্রথমে, আগ্রহী শিশু-কিশোরদের নিবন্ধনের জন্য ভিজিট করতে হবে quiz.sheikhrussel.gov.bd এই ঠিকানায়।

এই প্রতিযোগিতায় ৮ থেকে ১৮ বছর বয়সের মধ্যকার যে কেউ অংশ নিতে পারবেন। উল্লেখ্য, এই আয়োজনে অংশ নিতে বয়সভিত্তিক 'ক' ও 'খ' নামক ২টি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছে। নিবন্ধনকারীর বয়স গ্রুপ 'ক' এর ক্ষেত্রে ৮-১২ বছর এবং গ্রুপ 'খ' এর ক্ষেত্রে ১৩-১৮ বছর বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩ অক্টোবর ২০২১ রবিবার থেকে ১১ অক্টোবর ২০২১ সোমবার রাত ১২ টা পর্যন্ত অনলাইনে নিবন্ধন করা যাবে।

পরবর্তীতে, 'গ্রুপ ক' অর্থাৎ ৮-১২ বছর বয়সের নিবন্ধনকারীরা ১২ অক্টোবর ২০২১, মঙ্গলবার ৭টা থেকে ৮ টার মধ্যে যেকোনো ১০ মিনিট এবং 'গ্রুপ খ' অর্থাৎ ১৩-১৮ বছর বয়সের নিবন্ধনকারীরা ১৩ অক্টোবর ২০২১, বুধবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮ টার মধ্যে যেকোনো ১০ মিনিট সময়ে অনলাইন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। এমসিকিউ পদ্ধতিতে সকল প্রশ্নের উত্তরের জন্য চারটি বিকল্প থেকে একটি সঠিক উত্তর বাছাই করতে হবে। কম সময়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতা থেকে বিজয়ী নির্বাচন করা হবে। তবে চূড়ান্ত বিজয়ীদের ক্ষেত্রে বয়স যাচাইসাপেক্ষে পুরস্কার প্রদান করা হবে। 'ক' ও 'খ' দুটো গ্রুপ থেকেই ৫ জন করে অর্থাৎ মোট ১০ বিজয়ীর প্রত্যেককে দেওয়া হবে কোর আই ৭ – ১১ জেনারেশন মানের ল্যাপটপ। তবে একজন প্রতিযোগী একবারই অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ভুল কিংবা মিথ্যা তথ্য দিয়ে অংশগ্রহণ করলে তাকে প্রতিযোগিতা থেকে বাতিল বলে গণ্য করা হবে।

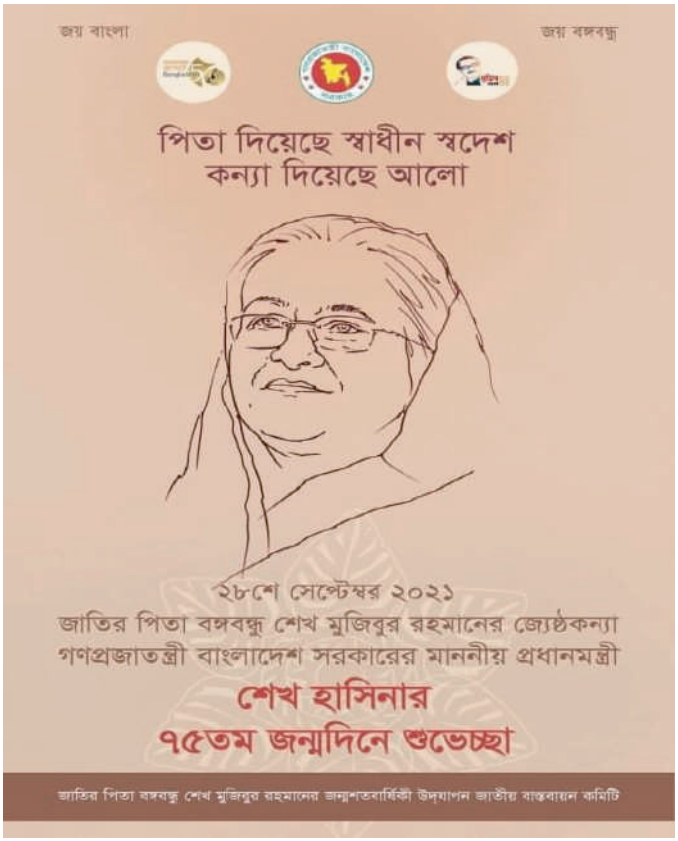

ম্যারেজ অ্যান্ড ডিভোর্স রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম শীঘ্রই উন্মুক্ত করা হচ্ছে

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে ম্যারেজ অ্যান্ড ডিভোর্স রেজিস্ট্রেশনের জন্য অনলাইন সিস্টেম 'বন্ধন.গভ.বিডি' শীঘ্রই উন্মুক্ত করা হচ্ছে উল্লেখ করে বলেছেন যে এ অনলাইন প্লাটফর্ম চালু হলে বাল্যবিবাহ সহ অনেক সমস্যাই সমাধান হয়ে যাবে।

প্রতিমন্ত্রী গত ১১ অক্টোবর ২০২১ (সোমবার) মহাখালী ব্র্যাক সেন্টার মিলনায়তনে 'আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস ২০২১' উপলক্ষে 'ডিজিটাল প্রজন্ম, আমাদের প্রজন্ম : বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রম প্রতিরোধে প্রযুক্তির ভূমিকা' শীর্ষক সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে হলে প্রথমেই নারী সমাজের সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। চিন্তার মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ছাড়া কোনো প্রযুক্তি বা প্রকল্প, পরিকল্পনা কাজে লাগবে না।

ব্র্যাকের জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি প্রোগ্রামের নির্বাহী পরিচালক আসিফ খানের সভাপতিত্বে সংলাপে অন্যান্যের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ পুলিশের ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস শাখার এডিশনাল ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল মো: তবারক উল্লাহ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. নোভা আহমেদ, আইএলও বাংলাদেশ এর ন্যাশনাল স্পেশালিস্ট অ্যান্ড প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মনিরা সুলতানা, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার সমিতির সভাপতি মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক জেন্ডার জাস্টিসের ডাইভারসিটি প্রোগ্রামের পরিচালক নবনিতা চৌধুরী ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আন্তরিকতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে টেকসই প্রযুক্তি কাঠামোর মাধ্যমে দেশে কন্যাশিশুর বৈষম্য কমিয়ে সমতা আনয়ন সম্ভব। তবে এই কাঠামো তৈরি আছে জানিয়ে সকলের সচেতনতার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

প্রযুক্তি ব্যাবহারে নারী-পুরুষের সাম্য গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন সংলাপের সভাপতি ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন প্রযুক্তি হবে সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে হলে প্রথমেই নারী সমাজের সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে।

নারীর সমতা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা উল্লেখ করে পলক বলেন, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার করার শুরুতেই তিনি একজন ছেলের সঙ্গে একজন মেয়েকে ফ্রন্ট ডেস্কে নিয়োগ নিশ্চিত করেছিলেন। জননেত্রী শেখ হাসিনা কেবল ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকারই নন; তিনি আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি।

পলক আরো বলেন, সরকারের মাস্টার প্লানের কারণেই আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে মহামারিতেও ৭০ শতাংশ মানুষ অনলাইনে সংযুক্ত থেকে শিক্ষাকার্যক্রম চালিয়েছে। ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি নম্বর প্রচলনের পেছনের গল্প তুলে ধরেন পলক। তিনি বলেন, বিগত চার বছরের ৩৩৩ নম্বরে শিশু বিয়ের বিষয়ে ১৮ হাজার কল পাওয়া গেছে।

আইসিটি বিভাগের বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল ভেরিফাইয়েবল আইডি, ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম, ইন্টার ডিজিটাল ভেরিফিকেশন সবই প্রস্তুত করা আছে। পরিচয় ডট গভের মাধ্যমে পরিচয় যাচাইয়ের ইন্টারঅপারেবল সিস্টেমও এখন রেডি।

টেকসই উন্নয়নে সাইবার নিরাপত্তা জরুরি : জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি

গোটা বিশ্বজুড়ে অক্টোবর সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস হিসেবে পালিত হয়। সেই ধারাবাহিকতায় টেকসই উন্নয়নে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক একটি অনলাইন সেমিনার গত ১ অক্টোবর ২০২১ (শুক্রবার) অনুষ্ঠিত হয়।

আইসিটি বিভাগ, কন্ট্রোলার অব সার্টিফায়িং অথরিটিজ (সিসিএ) এবং ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সি'র উদ্যোগে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিসিএ-এর নিয়ন্ত্রক আবু সাঈদ চৌধুরী, সভাপতিত্ব করেন ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সির মহাপরিচালক মো: খায়রুল আমীন।

সেমিনারে প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, করোনাকালে সাড়ে ৪ কোটি মানুষের ভ্যাকসিন নিবন্ধন, আড়াই কোটি ভ্যাকসিন প্রদান, বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম ডেটা সেন্টার স্থাপনের নজির এবং সক্ষমতা আমাদের রয়েছে।

কিন্তু ডিজিটাল বিপ্লবের এসব অর্জন ম্লান করে দিতে পারে আমাদের সাইবার নিরাপত্তার ব্যর্থতা। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ৮১ বিলিয়ন ডলার পাচারের ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন আজকে এ সময়ে কোনো দেশে ফিজিক্যাল অ্যাটাক এর দরকার হয় না। সাইবার অ্যাটাক এর মাধ্যমে একটি দেশকে অকার্যকর করে দেয়া যায়। ২০০৭ সালে এসতোনিয়া, যুক্তরাজ্য এবং ইরানে সাইবার হামলার ঘটনা উল্লেখ করে তিনি এ বিষয়ে আমাদের যথাযথ প্রস্তুতি নিতে হবে বলে জানান।

আমাদের জানা-অজানায় আমরা ১৪ ধরনের সাইবার হামলার শিকার হই। স্প্যাম, র‍্যানসামওয়্যার, ফিসিং, মেলওয়্যার, ইনফরমেশন লিকেজ, ইনসাইডার থ্রেট বটনেটস্ এর অন্যতম। সাইবার নিরাপত্তায় আইসিটি বিভাগের প্রস্তুতির বিষয়টি তুলে ধরে বিজিডি ই-গভ সিআইআরটি, ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সি গঠন, অত্যাধুনিক ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন, ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনসহ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধিবিধান ও করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে বলে তিনি জানান ।

তিনি উল্লেখ করেন , বিজিডি ই-গভ সিআইআরটি কর্তৃক ৪,৫৫০টি সাইবার হামলার ঘটনা শনাক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে ২৭৮ টির বেশি ছিল আমাদের সরকারি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট। সরকারি দপ্তরের পাশাপাশি আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাইবার নিরাপত্তার বিষয়টিও সিআইআরটি দেখছে। গ্লোবাল সাইবার ইন্ডেক্স -এ আমাদের অবস্থান ১৬০টি দেশের মধ্যে ৪১তম।

৫২ হাজার ওয়েবসাইট, করোনাকালে মুক্তপাঠে ৭০ লাখ সাবস্ক্রিপশন, ডিজিটাল এডুকেশন প্লাটফর্ম, ১.৩ মিলিয়নের বেশি রপ্তানি নির্ভর আয়, ৩৩৩, ৯৯৯ বিডি পুলিশ, ভার্চুয়াল কোর্ট, ৪ কোটি ই-নথি ও ৮ হাজার দপ্তরে এর ব্যবহারসহ করোনাকালে ই-অফিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর ব্যবহারের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রিপরিষদ ও একনেক এর সভায় যোগদান ইত্যাদি সবই ই-গভার্নমেন্ট চালু থাকায় সম্ভব হয়েছে বলে জানান জুনাইদ আহমেদ পলক ।

ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি ক্যাপাসিটি মডেল, ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার, সাইবার লিটারেট সোসাইটি এবং সাইবার ইকো-সিস্টেম গঠনের মধ্য দিয়ে সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন, বিধিবিধান প্রণয়ন, দক্ষ জনবলসহ কাঠামোগত সক্ষমতা অর্জন, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সহযোগিতা মিডিয়ার যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

তবে সাইবার অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার জন্য তিনি সবার আগে ব্যক্তি পর্যায়ের সচেতনতা তৈরির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, ব্যক্তির পাশাপাশি আমাদের সমাজ এবং কর্মক্ষেত্রে তথপ্রযুক্তিতে এগিয়ে যাবার সাথে সাথে এর সর্বোচ্চ সুফল ভোগ করতে হলে সাইবার সুরক্ষার বিকল্প নেই।

এই সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: মামুন অর রশীদ।

এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক সমকাল এর সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি, বাংলাদেশ পুলিশ এর এডিশনাল ডিআইজি মোল্যা নজরুল ইসলাম, ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সি এর পরিচালক তারেক এম বরকতউল্লাহ এবং এটুআই এর চীফ টেকনোলজি অফিসার আরিফ এলাহী।

সূত্র: টেক শহর

সারা পৃথিবীই শিশুদের জন্য নিরাপদ হয়ে উঠুক

জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি
প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

১৯৬৪ সাল। সময়টা ছিল লড়াই আর যুদ্ধের উত্তেজনায় মুখর। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ঘটে চলেছে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ওই সময় সমগ্র পাকিস্তানজুড়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ডামাডোল। একদিকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান, অন্যদিকে সম্মিলিত বিরোধীদলের প্রার্থী কায়দে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহ। অনিশ্চয়তা আর অন্ধকারের মাঝেও এ অঞ্চলের মানুষ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছে। যিনি এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটিয়ে বাঙালি জাতিকে এনে দেবেন মুক্তির স্বাদ বাঙালির সেই অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘর আলো করে জন্ম নিল এক ছোট্ট দেবশিশু।

১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক বাড়িতে শেখ রাসেলের জন্ম। রাসেলের যেদিন জন্ম হয় বঙ্গবন্ধু সেদিন ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে প্রচারণায় অংশগ্রহণের জন্য চট্টগ্রামে অবস্থান করছিলেন। জন্মের সময় বাবা কাছে না থাকলেও ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পিতা-পুত্রের চিরপ্রস্থান ঘটেছিল একসঙ্গেই।

ছোট ছেলের রাসেল নামটি রেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর প্রিয় লেখক ছিলেন পৃথিবী বিখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বার্ট্রান্ড রাসেল। তিনি কেবলমাত্র একজন দার্শনিকই ছিলেন না। বিজ্ঞানী ছিলেন। ছিলেন পারমাণবিক যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের একজন বড় মাপের বিশ্বনেতাও। পৃথিবীটাকে মানুষের বসবাসের জন্য সুন্দর ও শান্তিময় করার লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন তিনি নিরলস। বার্ট্রান্ড রাসেলের নামের সঙ্গে মিলিয়ে বঙ্গবন্ধু পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্যের নাম রাখলেন রাসেল। শেখ রাসেল। এই নামটিকে ঘিরে নিশ্চয়ই বঙ্গবন্ধুর মহৎ কোনো স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষা ছিল। কত আশা ছিল তাঁর ছেলে বড় হয়ে জগৎখ্যাত হয়ে উঠবে একদিন। কত সাধই না মানুষের অপূর্ণ থেকে যায়!

শিশু রাসেলের ভুবন ছিল তাঁর পিতা-মাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ ফজিলাতুননেসা মুজিব, বোন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা এবং ভাই শেখ কামাল এবং শেখ জামালকে ঘিরে। তাদের সকলের ভালোবাসার ধন ছিলেন ছোট্ট রাসেল। রাসেলের জীবনের বেশিরভাগ সময়ই কেটেছে বাবা মুজিবকে ছাড়া। কারণ, বাবা মুজিব রাজনৈতিক বন্দি হয়ে কারাগারে ছিলেন দিনের পর দিন। শেখ রাসেল বেশ কয়েকবারই কারাগারে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেছেন। তবে তাঁর প্রথম কারাগার দেখা ১৯৬৬ সালের ৮ মে। পিতার গ্রেপ্তারের পর।

কারাগারে দেখা করার সময় রাসেল কিছুতেই তাঁর বাবাকে রেখে আসতে চাইত না। এ কারণে তাঁর মন খারাপ থাকত। কারাগারের রোজনামচা'য় ১৯৬৬ সালের ১৫ জুনের দিনলিপিতে রাসেলকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, "১৮ মাসের রাসেল জেল অফিসে এসে একটুও হাসে না- যে পর্যন্ত আমাকে না দেখে। দেখলাম দূর থেকে পূর্বের মতোই 'আব্বা আব্বা' বলে চিৎকার করছে। জেল গেট দিয়ে একটা মাল বোঝাই ট্রাক ঢুকেছিল। আমি তাই জানালায় দাঁড়াইয়া ওকে আদর করলাম। একটু পরেই ভিতরে যেতেই রাসেল আমার গলা ধরে হেসে দিল। ওরা বলল আমি না আসা পর্যন্ত শুধু জানালার দিকে চেয়ে থাকে, বলে 'আব্বার বাড়ি'। এখন ধারণা হয়েছে এটা ওর আব্বার বাড়ি। যাবার সময় হলে ওকে ফাঁকি দিতে হয়।"

শিশু রাসেল ছিল অভিমানী। এ নিয়ে বঙ্গবন্ধু নিজেই লিখেছেন কারগারের রোজনামচা'য়।১৯৬৭ সালের ১৪-১৫ এপ্রিল অন্যান্য প্রসঙ্গ ছাড়াও বঙ্গবন্ধু রাসেলকে নিয়ে লিখেছেন,"জেল গেটে যখন উপস্থিত হলাম ছোট ছেলেটা আজ আর বাইরে এসে দাঁড়াইয়া নাই দেখে আশ্চর্যই হলাম। আমি যখন রুমের ভিতর যেয়ে ওকে কোলে করলাম আমার গলা ধরে 'আব্বা' 'আব্বা' করে কয়েকবার ডাক দিয়ে ওর মার কোলে যেয়ে 'আব্বা' 'আব্বা' করে ডাকতে শুরু করল। ওর মাকে 'আব্বা' বলে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি?' ওর মা বলল,"বাড়িতে 'আব্বা' 'আব্বা' করে কাঁদে তাই ওকে বলেছি আমাকে 'আব্বা' বলে ডাকতে।" রাসেল 'আব্বা' 'আব্বা' বলে ডাকতে লাগল। যেই আমি জবাব দেই সেই ওর মার গলা ধরে বলে, 'তুমি আমার আব্বা।' আমার উপর অভিমান করেছে বলে মনে হয়। এখন আর বিদায়ের সময় আমাকে নিয়ে যেতে চায় না।"

শিশু রাসেলকেও কাটাতে হয় বন্দি জীবন। অত্যন্ত কষ্টকর ছিল তাঁর দিনগুলো। তাঁর বন্দিত্ব সম্পর্কে বোন শেখ হাসিনা 'আমাদের ছোট রাসেল সোনা' নিবন্ধে লিখেছেন,'ছোট্ট রাসেলও বন্দি জীবনযাপন শুরু করে। ঠিকমতো খাবারদাবার নেই। কোনো খেলনা নেই, বইপত্র নেই, কী কষ্টের দিন যে ওর জন্য শুরু হলো। বন্দিখানায় থাকতে আব্বার কোনো খবর আমরা জানিনা। কোথায় আছেন কেমন আছেন কিছুই জানিনা। প্রথমদিকে রাসেল আব্বার জন্য খুব কান্নাকাটি করত। তার ওপর আদরের কামাল ভাইকে পাচ্ছে না,

সেটাও ওর জন্য কষ্টকর।' (ইতিহাসের মহানায়ক, পৃষ্ঠা ২১)।

ছোট থেকে বাবা শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগারে দেখতে দেখতে বড় হওয়া রাসেল অজান্তেই চাপা স্বভাবের হয়ে উঠেছিল। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে বিষয়ে বক্তৃতায় বলেন, 'খুব চাপা স্বভাবের ছিল। সহজে নিজের কিছু বলতো না। তার চোখে যখন পানি, চোখে পানি কেন জানতে চাইলে বলতো, চোখে যেন কী পড়েছে। ওইটুকু ছোট বাচ্চা, নিজের মনের ব্যথাটা পর্যন্ত কীভাবে লুকিয়ে রাখতে হয় শিখেছিল।'

শেখ রাসেল ছিল বন্ধুবৎসল, গরিবদের জন্য ছিল তাঁর দরদ, মমতা। জাতির পিতার গ্রামের বাড়ি টুঙ্গিপাড়াতে যখন সে যেত তখন গ্রামের ছেলেদের জন্য সে জামা নিয়ে যেত। তাদের উপহার দিত। আজ শেখ রাসেল বেঁচে থাকলে দেশ একজন মানবদরদি মানুষ পেত।

শেখ রাসেলের এই ছোট্ট জীবন আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয়। প্রথমত, আমাদের শিশুরা যদি শেখ রাসেলকে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করে তাঁর মতো বেড়ে ওঠে, তাহলে আমরা আদর্শ শিশু পাব। যাদের হাত ধরে বিনির্মিত হবে আগামীদিনের চেতনার নাগরিক। শিশুদের তাই, শেখ রাসেলের ছোট্ট জীবনটা জানাতে হবে। যাতে শিশুরা অনাবিল সুন্দরের সৌন্দর্যে বেড়ে ওঠে, হাসতে পারে, খেলতে পারে, দুষ্টুমি করতে পারে, বন্ধুত্ব করতে পারে, গরিব মানুষকে ভালোবাসতে পারে। এভাবে যদি প্রতিটি শিশু বেড়ে ওঠে তাহলে এই শিশুরা বড় হয়ে আলোকিত মানুষ হতে পারে। এ কারণেই শেখ রাসেলের জীবন আমাদের জানাটা অত্যন্ত জরুরি।

শেখ রাসেল নিজেকে কীভাবে গড়ে তুলত তা বলার উপায় নেই। তবে পারিবারিক ঐতিহ্য, আদর্শের উত্তরাধিকার তার চরিত্র গঠনে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত, তাতে সন্দেহ নেই। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় অন্তত এই দেশ, দেশের মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা আর দায়িত্ববোধ থাকত তার অন্তর ও চেতনাজুড়ে। পরিণত হয়ে উঠত দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য। তার আগ্রহের বিষয়গুলো আয়ত্ত করে সেখানে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারত। সেটিই স্বাভাবিক ছিল তার জন্য। আজ রাসেল থাকলে একজন মেধাবী মানুষ বাংলাদেশকে এগিয়ে নেয়ার সংগ্রামে থাকত প্রথম সারিতে।

দুর্ভাগ্য এই যে, জীবনের পথ, ইতিহাসের গতিধারা সবসময় স্বাভাবিক সূত্র ধরে এগোয় না। অনভিপ্রেত বহু ঘটনা এসে সেই যাত্রাপথ বিপদসংকুল করে তোলে, বাঁক ঘুরিয়ে দেয়, ভিন্ন খাতে নিয়ে যায়। তখন আবার সঠিক পথে ফিরতে প্রয়োজন হয় কঠিন সংগ্রামের। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের ভেতর দিয়ে এমনি এক ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করা হয়েছিল এই দেশকে। এরই নির্মম শিকার হয়েছিল শিশু শেখ রাসেল। ফলে তার জন্মদিনটি আনন্দ নয়, বরং বেদনাই বয়ে আনে বিবেকবান মানুষের কাছে।

শেখ রাসেলের সেই বেদনাঘন জন্মদিনে আমরা সমাগত। আমরা শেখ রাসেলের পাশাপাশি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের শহিদদের স্মৃতিও এই দিনে স্মরণ করি। একাত্তরের পরাজিত ঘাতক বাহিনী দেশ থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুছে দিতে এ হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। আর আইন করে সেই আত্মস্বীকৃত খুনিদের দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। আশার কথা হলো, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই দায়মুক্তি অধ্যাদেশ বাতিল করে খুনিদের বিচারের আওতায় এনে বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে দেশকে মুক্ত করেন।

শেখ রাসেলের জন্মদিন ১৮ অক্টোবর এ বছর থেকে 'জাতীয় দিবস' হিসেবে পালন করা হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ শেখ রাসেল দিবস পালনের প্রস্তাব এবং যৌক্তিকতা মন্ত্রিসভায় পেশ করে। ২৩ আগস্ট ২০২১, মন্ত্রিসভার বৈঠকে শেখ রাসেল দিবস 'ক' শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে পালনের বিষয়ে অনুমোদন দেওয়া হয়। এর জন্য আমরা আইসিটি বিভাগের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

শিশু শেখ রাসেলের অকালপ্রয়াণের শোক-দুঃখ কোনো দিন শেষ হবার নয়। শেখ রাসেলের জন্মদিনে আমাদের কামনা শুধু আমাদের দেশ নয়, সারা পৃথিবীই শিশুদের জন্য নিরাপদ হয়ে উঠুক। হানাহানির অবসান হোক, প্রতিষ্ঠিত হোক চিরকাঙ্ক্ষিত শান্তি।

আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড ২০২১ এ বাংলাদেশের সিলভার অ্যাওয়ার্ডসহ ৪টি অ্যাওয়ার্ড অর্জন : বিজয়ীরা পেল ৪০ হাজার মার্কিন ডলারেরও বেশি মূল্যের পুরস্কার

অবশেষে ৩ দিনব্যাপী আয়োজিত "আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড ২০২১" এর সফল সমাপ্তি করল বাংলাদেশ। প্রায় তিন ঘণ্টার জমকালো

অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াডের এবারের আসর। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষে গত ১০ অক্টোবর ২০২১ (রবিবার) রাজধানী ঢাকার আগারগাঁওয়ের আইসিটি টাওয়ারে IBCOL ২০২১ এর বর্ণাঢ্য সমাপনী এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল-সহ ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ এবং টেকনোহেভেন কোম্পানি লিমিটেড যৌথভাবে এই আয়োজন করে। এছাড়াও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ছিলেন এফবিসিসিআই, বেসিস, আইবিএ, এসিআই লি., ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ইউথ পলিসি ফোরাম ও একাত্তর টিভি। বহুল প্রত্যাশিত এই অলিম্পিয়াড এবারই প্রথম হংকং এর বাইরে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। এবারের আয়োজনে ১টি সিলভার, ২টি ক্যাটেগরিসহ ১টি প্রোটোটাইপ ক্যাটেগরিতে বাংলাদেশ সর্বমোট ৪টি অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর নির্বাহী পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, পিএএ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন "আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড ২০২১" এর চেয়ারম্যান এবং টেকনোহ্যাভেন কোম্পানি লিমিটেড এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও হাবিবুল্লাহ এন করিম। উক্ত আয়োজনে অনলাইনে সংযুক্ত হন হংকং ব্লকচেইন সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ড. লরেন্স মা এবং ব্লকচেইন সোসাইটির ডেভিড সিজেল। এছাড়া, অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সিএসই বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ ।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন 'আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড ২০২১' সত্যিই একটি অসাধারণ ইভেন্ট যেখানে সরকার, ইন্ডাস্ট্রি এবং অ্যাকাডেমিয়া সহ সকলের অংশগ্রহণ রয়েছে এবং সকলে একসাথে কাজ করেছে। তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুন্দর ও সফলভাবে আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে যা ভবিষ্যতের জন্য একটি অভিজ্ঞতা হিসেবে কাজ করবে। ব্লকচেইন একপ্রকার ডেটাবেইজ টেকনে-লজি যা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি বিশ্বাস করি যে আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড তরুণদের দ্বারা এই ধরনের প্রযুক্তির গবেষণা ও বিকাশকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বাংলাদেশ সরকার তরুণদের এই মেধা ও প্রচেষ্টাকে সবসময় সমর্থন করবে।"

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী ব্লকচেইনের বহুমাত্রিক ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে বলেন এই প্রযুক্তি হলো নতুন ধারার ইন্টারনেট। পলক বলেন, এটা প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপক পরিবর্তন আনছে। ফিনটেক, অ্যাগ্রোটেক, হেলথটেক, এডুটেক- প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ, কাল অথবা পরশু এই ব্লকচেইন ব্যবহৃত হবে। তাই আমাদের এই প্রযুক্তিকে আলিঙ্গন করতে হবে। সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। তরুণদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে পলক বলেন, "দীর্ঘমেয়াদে ইন্ডাস্ট্রি জুড়ে এই ব্লকচেইন- অপারেটিং মডেলের রূপান্তর করতে সক্ষম হবে। যেভাবে আমরা ইন্টারনেটে ব্যাপকভিত্তিক তথ্য বিনিময় করি, তেমনি ভ্যালুচেঞ্জ, মালিকানা হস্তান্তর এবং লেনদেন যাচাইয়ে ব্লকচেইন ব্যবহৃত হবে। এর মাধ্যমেই বোঝা যাচ্ছে ব্লকচেইন প্রযুক্তি কতটা গুরুত্বপূর্ণ।" তিনি বলেন, "আমাদের শিল্প খাতের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে। তাই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের প্রতি আমার আহ্বান, পুঁজিবাজার, অর্থমন্ত্রণালয়সহ দেশের বেসরকারি খাতকেও এই প্রযুক্তিতে সংযুক্ত করতে হবে।"

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের বড় স্বপ্ন দেখার সাহস দিয়েছেন। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ এর সু-পরামর্শে ও নেতৃত্বে আমরা আইটি ও আইটিইএস শিল্পে প্রায় ২ মিলিয়ন চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করেছি। আমরা গত এক দশকে প্রায় ১২০ মিলিয়নেরও বেশি ইন্টারনেট সাবস্ক্রাইবার তৈরি করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টার নেতৃত্বে আমরা নতুন একটি ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করতে পেরেছি যেখানে সফ্টওয়্যার, হার্ডওয়্যার ও সেবা খাতে প্রায় ১.৩ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করতে পেরেছি।" সবশেষে, পুরো সরকারি ব্যবস্থাই ডিজিটালাইজড করা হয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

পরিশেষে অতিথিগণ আনুষ্ঠানিকভাবে "আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড ২০২১" এর বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন। বিজয়ীদের জন্য সর্বমোট ৪০,০০০ মার্কিন ডলারেরও বেশি মূল্যের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। মোট ৮টি ক্যাটেগরি প্রাইজসহ থিমেটিক

প্রাইজ হিসেবে ব্রোঞ্জ, সিলভার এবং গোল্ড অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় এবারের আয়োজনে। আইডেন্টিটি অ্যান্ড প্রাইভেসি ক্যাটেগরিতে হংকং এর "হেল্পফ্রুফ" গোল্ড মেডেল অ্যাওয়ার্ড হিসেবে ১০ হাজার ইএস ডলার পেয়ে বিজয়ী হয়। এছাড়া, সিলভার মেডেল অ্যাওয়ার্ড হিসেবে ফিনটেক ক্যাটেগরিতে বাংলাদেশের "হোপফুল্লি হাইপোথেটিক্যাল্লি থিওরেটিক্যাল্লি" ৭ হাজার ৫ শত ইএস ডলার এবং সাপ্লাইচেইন ক্যাটেগরিতে ভিয়েতনামের "ভিফাচেইন" ব্রোঞ্জ মেডেল অ্যাওয়ার্ড হিসেবে ৫ হাজার ইএস ডলার পায়।

অন্যান্য ক্যাটেগরির মধ্যে ই-গভার্নেন্স এ বাংলাদেশের রকেট, ডকুমেন্ট অথেন্টিফিকেশন এ বাংলাদেশের ব্রোগ্রামারস্, ফিনটেক এ হংকংয়ের ফিডেলো, হেল্থটেক এ ভিয়েতনামের লাইফলিংক, আইডেন্টিটি অ্যান্ড প্রাইভেসি ক্যাটেগরিতে ভিয়েতনামের কিডক্যাট, এডুটেক এ ফিলিপিনের এডারনা, সাপ্লাইচেইন এ হংকংয়ের টুলাক্স এবং প্রোটোটাইপের ফিনটেক ক্যাটেগরিতে বাংলাদেশের ডিইউ নিমবাস এর নাম ঘোষণা করা হয়। ক্যাটেগরিভিত্তিক এই ৮টি প্রজেক্ট এর প্রত্যেকে পাচ্ছে ২ হাজার ৫ শত ইএস ডলারের পুরস্কার।

গত ৮ অক্টোবর থেকে শুরু করে এই অলিম্পিয়াড চলে ১০ অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত। এ বছর অন্যান্য আয়োজনের পাশাপাশি সিবিডিসি এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি, ই-গভার্নেন্স, আইডেন্টিটি অ্যান্ড প্রাইভেসি এবং ফিনটেক বিষয়ে মোট ৪ টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় মোট ১২টি দেশ অংশগ্রহণ করে। ৩ দিনে অনেক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন বিশেষজ্ঞ এই ইভেন্টে বিচারক এবং বক্তা হিসেবে সংযুক্ত হন। সবশেষে বাংলাদেশের জনপ্রিয় ব্যান্ড 'মাইলস' এর চমৎকার মিউজিক্যাল পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শেষ হয় ২০২১ এর আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াডের আসর।

গ্লোবাল সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টের চাহিদা মেটাতে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যাচেলর ডিগ্রি চালু করতে পলকের আহ্বান

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে আবেগ কিংবা অভিব্যক্তি প্রকাশে ব্যক্তি, পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সচেতনতা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন কোনো মহল যেন দেশের সুনাম ও মর্যাদা নষ্ট এবং বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে না পারে সে ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হতে হবে। এজন্য আইসিটি বিভাগের অধীন ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

প্রতিমন্ত্রী গত ৩১ অক্টোবর ২০২১ (রবিবার) আগারগাঁওস্থ আইসিটি টাওয়ারে বিসিসি মিলনায়তনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো গাইডলাইনস ও সাইবার সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি ২০২১-'২৫ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন এবং বিশ্বে বাংলাদেশের সাইবার সিকিউরিটি র‍্যাংকিং বিষয়ে অবহিতকরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী দেশে গত চার বছরে হার্ডওয়্যার শিল্পখাতে সক্ষমতা অর্জন হয়েছে উল্লেখ করে বলেন করোনাকালীন গত ২০ মাসে সাইবার সিকিউরিটির জন্য প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন বর্তমান বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

সাইবার নিরাপত্তায় জনশক্তির বৈশ্বিক চাহিদার তথ্যচিত্র উপস্থাপন করে তিনি বলেন বিশ্বে এখন সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টের চাহিদা প্রতিনিয়ত বাড়ছে যা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে বিশ্বে ৩৫ লক্ষ সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টের প্রয়োজন। তিনি গ্লোবাল সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টের চাহিদা মেটাতে দেশের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা কোর্স, সার্টিফিকেট কোর্স ও ব্যাচেলর ডিগ্রি চালু করার জন্য ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশনের প্রতি আহবান জানান। তিনি চতুর্থ শিল্পবিপ্লবেও নিজেদের সক্ষমতা গড়ে তুলতে সরকারের নেয়া বিভিন্ন পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন।

সাইবার নিরাপত্তার বিষয়ে সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহারে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে পলক বলেন, ব্যবহারকারীর অজান্তেই ৭০ হাজার তথ্য সংগ্রহ করে ফেসবুক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই তথ্যগুলোর মধ্যে দুর্বল দিকগুলো ব্যবহার করে ব্যবসা করছে সোস্যাল মিডিয়াটি। আয় করছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার। পক্ষান্তরে এই দুর্বল ও মিথ্যা তথ্যগুলোর মাধ্যমে ২০১২ সালে রামুতে, ২০১৬ সালে নাসিম নগরে, ২০১৭ ঠাকুরপাড়া এবং ২০১৯ সালে ভোলায় এবং ২০২১

সালে এসে কুমিল্লা, নোয়াখালী, চাঁদপুর ও রংপুরে প্রাণহানি ও সম্পদ বিনষ্ট করা হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী এই ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে নিজেদের মূল্যবান, স্পর্শকাতর ও ব্যক্তিগত ডেটা প্রকাশের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেন ।

আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষ, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির মহাপরিচালক খায়রুল আমীন। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো গাইডলাইনস ও সাইবার সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি ২০২১-'২৫ এর ওপর মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সির পরিচালক (অপারেশন) এবং বিজিডি ই-গভসার্টের প্রকল্প পরিচালক তারেক এম বরকতউল্লাহ। পরে বাংলাদেশ সাইবার সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি ২০২১-'২৫ মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর এবং শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোরে নয়টি কোম্পানি বিনিয়োগ করবে প্রায় ৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনে সাতটি এবং শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে দুটি কোম্পানিকে প্লট বরাদ্দ প্রদান করেছে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ (বৃহস্পতিবার) প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোকে জমি হস্তান্তর বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। চুক্তির আওতায় আগামী ৪০ (চল্লিশ) বছরের জন্য বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-তে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, টেকনোমিডিয়া লিমিটেড, ড্যাফোডিল কম্পিউটারস

লিমিটেড, সেলট্রোন ইলেক্ট্রো ম্যানুফ্যাকচারিং সার্ভিস লিমিটেড, উল্কাসেমি প্রাইভেট লিমিটেড, ম্যাকটেল লিমিটেড, চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশন এবং শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোরে রেডডট ডিজিটাল লিমিটেড ও ফেলিসিটি বিগ ডাটা লিমিটেড নামীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ বিনিয়োগের সুযোগ পেল। চুক্তিতে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ এবং নয়টি কোম্পানির প্রধানেরা স্বাক্ষর করেন। এছাড়াও হালিমা টেলিকমকে বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ঘোষণার অনুমতিপত্রও আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে হার্ডওয়্যার কোম্পানি ক্যাটাগরিতে ৩.০১ একর জায়গা বরাদ্দ পেয়েছে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। কোম্পানিটি এখানে আইটি/আইটিইএস, ডিজিটাল ডিভাইস ম্যানুফ্যাকচারিং নিয়ে কাজ করতে ৬.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে সেইসাথে ১,৫৫০ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে। টেকনোমিডিয়া লিমিটেড এর অনুকূলে .৮৭ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে তারা এটিএম, সিআরএম, আরসিডিএম মেশিন এসেম্বল করতে প্রায় ২.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে এতে প্রায় ২০০ জনের কর্মসংস্থান হবে। ড্যাফোডিল কম্পিউটারস লিমিটেড পাচ্ছে .৯৬ একর জমি যেখানে তারা প্রায় ৩.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে ১০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। প্রতিষ্ঠানটি কালিয়াকৈরে আইটি এবং ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী এসেম্বল করবে। মেডিক্যাল ইক্যুইপমেন্ট এসেম্বল এবং উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রায় ৭.০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে মেডিক্যাল টেকনোলজি প্ল্যান্ট স্থাপন করবে সেলট্রোন ইলেক্ট্রো ম্যানুফ্যাকচারিং সার্ভিস লিমিটেড। এই প্রতিষ্ঠানটি পাচ্ছে .৬৫ একর জমি, যেখানে ২৫০ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। উল্কাসেমি প্রাইভেট লিমিটেড সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন করতে প্রায় ২৫ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে ৫৫০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেবে। চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশন ১.২৫ একর জমিতে প্রায় ৩ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করবে, এখানে কর্মসংস্থান হবে ৩০০ মানুষের। উল্কাসেমি প্রাইভেট লিমিটেড কালিয়াকৈরে পাচ্ছে ১.৮১ একর জমি। স্মার্ট ফোন এসেম্বল করতে ৬ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে ম্যাকটেল লিমিটেড, এরা পাচ্ছে ১.৩৭ একর জমি যেখানে ৩৩২ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

অন্যদিকে শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোরে রেডডট ডিজিটাল লিমিটেড ও ফেলিসিটি বিগ ডাটা লিমিটেড ডাটা সেন্টার স্থাপনে কাজ করবে। প্রতিষ্ঠান দুটির অনুকূলে যথাক্রমে .২১ ও .৪৫ একর জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অনুষ্ঠানে কুমিল্লার হালিমা টেলিকম ইন্ডস্ট্রিজ লি. কে বেসরকারি হাই-টেক পার্ক

হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান। তিনি বলেন, আইসিটি বিভাগ করোনা মোকাবেলায় যে ভূমিকা রেখেছে তা দেশের সর্বস্তরে প্রশংসিত হয়েছে। করোনার সংক্রমণ রোধে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে আইসিটি বিভাগ। লাইভ করোনা টেস্ট, কোভিড-১৯ ট্র্যাকার, টেলি-মেডিসিন ও টেলিহেলথ, সহযোদ্ধা- প্লাজমা প্লাটফর্ম ইত্যাদি বহু উদ্যোগের সুফল পেয়েছে দেশবাসী। এর থেকেই একটি দেশের আইসিটি খাতের অগ্রগতির চিত্র সুস্পষ্ট। বাংলাদেশে টেকসই হাই-টেক ম্যানুফ্যাকচারিং ইকোসিস্টেম নির্মাণের এখনই উপযুক্ত সময় যেখানে হাই-টেক পার্ক অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। কোভিড-১৯ পরবর্তী বৈশ্বিক যে মন্দার ঝুঁকি রয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে উদীয়মান অর্থনীতিগুলোর প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে শ্রমনির্ভর অর্থনীতি যথেষ্ট নয়। চলমান পরিস্থিতিতে যেসব দেশ জ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পের বিকাশে মনোনিবেশ করছে তারাই এফডিআই (সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ) আকৃষ্ট করতে সমর্থ হবে। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে, প্রযুক্তিভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করার তাগিদ দেন পরিকল্পনা মন্ত্রী।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, কালিয়াকৈরে ৩৫৫ একর জমির উপর স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি' বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ফ্লাগশিপ প্রকল্প। আজ চুক্তির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈরে যে ৭টি কোম্পানি এবং শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোরে যে ২টি কোম্পানি জমি বরাদ্দ পেল, তারা হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, আইওটি, বিপিও, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমন্ট (আর অ্যান্ড ডি), ডাটা সেন্টার প্রভৃতি উচ্চপ্রযুক্তি নিয়ে কাজ করবে। এর ফলে পার্ক দুটিতে প্রায় ৩,৫০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কোম্পানিগুলো এখানে প্রায় ৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে।

তিনি আরো বলেন, দেশে এই মুহূর্তে ৮টি হাই-টেক পার্ক বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত। এর মধ্যে তিনটি পার্ক উদ্বোধনের অপেক্ষায়। বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। এখন পর্যন্ত হাই-টেক পার্কসমূহে ১৫০টির অধিক স্থানীয় স্টার্টআপ কোম্পানিকে বিনামূল্যে স্পেস/কো-ওয়ার্কিং স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইটি ইন্ডাস্ট্রির জনবলের চাহিদার দিক বিবেচনা করে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আইসিটি খাতে দক্ষ জনবল তৈরি হয়েছে ২৮,৫০০ জন। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইসিটি খাতে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২১,০০০ জনের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সম্মুখভাগ থেকে নেতৃত্ব প্রদানকারী এই প্রতিষ্ঠানটির অর্জনকে ম্লান করে দেয়ার অপচেষ্টা করছে বলে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, সরকার সবসময় বিনিয়োগকারীদের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে। বিনিয়োগকারীগণকে দ্রুত ও সর্বোত্তম সেবা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। প্রতিষ্ঠানটি বিনিয়োগকারীগণকে অতি সহজে, অল্প সময়ে ও কম খরচে সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। বর্তমানে মোট ১৪৮টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে যার মধ্যে ৪৩টি সেবা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ বলেন, দেশের হাই-টেক পার্কগুলোতে ১৬৬টি প্রতিষ্ঠানকে স্পেস ও প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এসব পার্কে এখন পর্যন্ত মোট বেসরকারি বিনিয়োগ ৫৭০ কোটি টাকা এবং হাই-টেক পার্কের বিনিয়োগ ৯৫০ কোটি টাকা। ২০২৫ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ৪,০০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈরে ওরিক্স বায়োটেক লিমিটেড প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম। আইসিটি বিভাগ ও বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তারা এবং জমি বরাদ্দপ্রাপ্ত কোম্পানির প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শেষে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নানকে নিয়ে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক কারওয়ান বাজারের ভিশন ২০২১ টাওয়ার (সাবেক জনতা টাওয়ার) সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

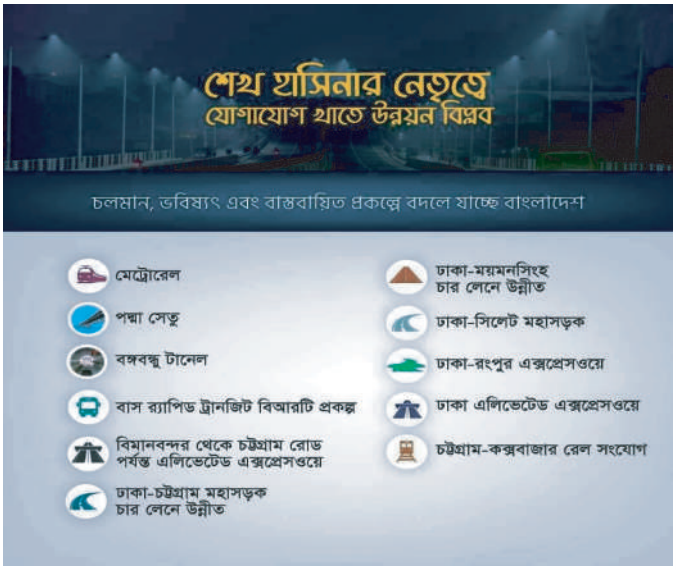

অনলাইন গেমিংয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে ফাইভজি

বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শীঘ্রই ফাইভজি প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করবে এশিয়ার অন্যতম দেশ ভারত। ফলে জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা ও ব্যবসা খাতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের পাশাপাশি ফাইভজি প্রযুক্তি অনলাইন গেমিংয়েও বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে বলে ধারণা করছেন দেশটির প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা। খবর আইএএনএস।

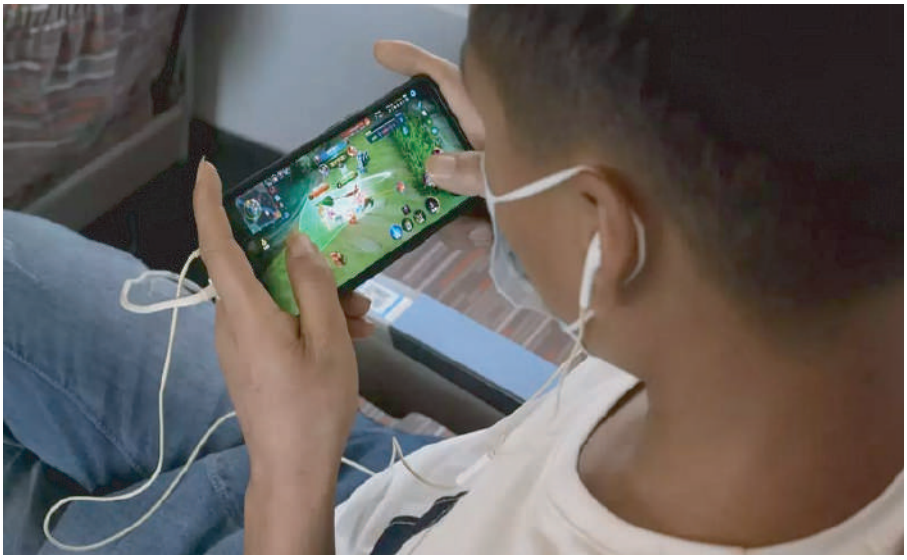

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বর্তমানে যেসব ভিডিও গেমস খেলা হয়, ফাইভজি প্রযুক্তি সেসব গেমসের ধরনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। ভারতভিত্তিক সংবাদ সংস্থা আইএএনএসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ইন্ডাস্ট্রি ইন্টেলিজেন্স গ্রুপের (আইআইজি) প্রধান প্রভু রাম বলেন, ফাইভজি প্রযুক্তির বহুমুখী রূপান্তর ক্ষমতার কারণে যারা মাল্টিপেয়ার গেমিংয়ের সঙ্গে যুক্ত তারা বড় ধরনের পরিবর্তন দেখতে পাবেন।

তিনি আরো বলেন, উচ্চগতি, অধিক শক্তিশালী ব্যান্ডউইথ, এমএম ওয়েভ ফাইভজির আল্ট্রা লো লেটেন্সি গেমারদের আরো উন্নত গেমিং অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। যেখানে গেমাররা বাস্তবধর্মী গ্রাফিকস অভিজ্ঞতা পাবেন বলেও জানান তিনি।

ফাইভজি প্রযুক্তি চালু হলে গেমাররা ক্লাউড গেমিং সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন। ফলে গেমাররা যেকোনো স্থান থেকে তাদের স্মার্ট পার্সোনাল ডিভাইসে প্রিমিয়াম গেমিং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন। এজন্য গেমারদের গেমিং হার্ডওয়্যারে বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে না। বিশেষজ্ঞরা আরো জানিয়েছেন, ফাইভজি প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হলে ক্লাউড গেমিংয়ে লেটেন্সির যে সমস্যা রয়েছে সেটি অনেকাংশে কমে যাবে।

তরুণ পাঠক নামে কাউন্টারপয়েন্ট রিসার্চের এক শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, আমাদের বিশ্বাস প্রযুক্তিগত সব পরিবর্তন ছাপিয়ে ফাইভজি সামগ্রিকভাবে আমাদের গেমিং অভিজ্ঞতাকে পরিবর্তন করে দেবে। বর্তমানে ভারতে ৩০ কোটির বেশি গেমার রয়েছে এবং দেশটির গেমিং খাত দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমানে উন্নত গ্রাফিকসের ওপর গেমিং অনেকটাই নির্ভরশীল। সে সঙ্গে অগমেন্টেড রিয়েলিটি (এআর) ও ভার্চুয়াল রিয়েলিটির (ভিআর) মাধ্যমে ভালো গেমিং অভিজ্ঞতার জন্য দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ ও ভালো পারফরম্যান্স প্রয়োজন। সেখানেই ফাইভজি প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

রিয়েলমি ইন্ডিয়া ও ইউরোপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাধব শেঠও অগমেন্টেড রিয়েলিটি (এআর) ও ভার্চুয়াল রিয়েলিটির (ভিআর) ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। ফাইভজি প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিকাশে এটি গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে বাস্তব ও ভার্চুয়াল জগতের মধ্যকার পার্থক্য অনেকাংশে কমে যাবে।

তিনি আরো বলেন, ফাইভজি প্রযুক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি থাকলেও যেসব স্মার্টফোনে ফাইভজি প্রসেসর ব্যবহার করা হবে গেমিংয়ের ক্ষেত্রে সেগুলো আরো ভালো সহায়তা প্রদান করবে।

সূত্র : বণিক বার্তা

কেন নাম পরিবর্তন করছে ফেসবুক?

নতুন নামে ব্র্যান্ডিং করার পরিকল্পনা করছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম জায়ান্ট ফেসবুক ইনকরপোরেশন। আগামী সপ্তাহে তাদের নতুন নামের ঘোষণা আসতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিবিষয়ক সংবাদমাধ্যম 'দ্য ভার্জ' এ ঘটনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত একটি সূত্রের বরাত দিয়ে মঙ্গলবারের প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।

প্রতিবছর ফেসবুক 'কানেক্ট' নামের একটি সম্মেলন করে। আসছে ২৮ অক্টোবর বার্ষিক ওই সম্মেলন হওয়ার কথা। ভার্জের প্রতিবেদন অনুযায়ী আসন্ন সম্মেলনে ফেসবুকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মার্ক জাকারবার্গ নাম পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন। অবশ্য সম্মেলনের আগেই নতুন নাম জানা যেতে পারে।

ভার্জের প্রতিবেদনের পর বার্তা সংস্থা রয়টার্স ফেসবুক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তবে কোম্পানিটি জানায়, 'গুজব বা গুঞ্জন' নিয়ে তারা মন্তব্য করে না।

খবরটি এমন সময়ে এলো যখন, কোম্পানিটি তার ব্যবসায়িক কৌশল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান সরকারি তদন্তের মুখোমুখি হচ্ছে। উভয় দলের আইনপ্রণেতারা ফেসবুকের ব্যাপক সমালোচনা করছেন, নানা প্রশ্ন তুলছেন। এতে করে ফেসবুকের বিরুদ্ধে মার্কিন কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের বিষয়টি সামনে এসেছে।

মেটাভার্স কোম্পানি ভার্জের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ফেসবুকের রয়েছে ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, অকুলাসের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আরো বেশ কিছু অ্যাপ। নতুন নামে ব্র্যান্ডিংয়ের কারণে ফেসবুক ইনকরপোরেশনের এ অ্যাপগুলো একটি মূল কোম্পানির অধীনে চলে আসবে।

সেবার পরিসর বাড়াতে সিলিকন ভ্যালির কোম্পানিগুলোর নাম পরিবর্তনের ঘটনা অবশ্য নতুন নয়।

গুগল ২০১৫ সালে অ্যালফাবেট ইনকরপোরেশনকে হোল্ডিং কোম্পানিতে রূপান্তর করে। লক্ষ্য ছিল তাদের সার্চ ও বিজ্ঞাপন ব্যবসার পরিসর বাড়ানো। এছাড়া দুর্গম এলাকায় ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিতে স্বায়ত্তশাসিত ভেহিকল ইউনিট এবং স্বাস্থ্যপ্রযুক্তির মতো অনেকগুলো অংশীদার প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের অধীনে আনা।

দ্য ভার্জের প্রতিবেদন অনুসারে, এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ফেসবুকের তথাকথিত মেটাভার্স কোম্পানি গঠনের লক্ষ্যে। মেটাভার্স এমন এক অনলাইন দুনিয়া, যেখানে মানুষজন পৃথক ডিভাইস ব্যবহার করে ভার্চুয়াল এক জগতে চলাফেরা, যোগাযোগ ও কাজ করতে পারবেন।

এজন্য ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (ভিআর) ও অগমেন্টেড রিয়েলিটি (এআর) খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে ফেসবুক। নিজেদের প্রায় ৩০০ কোটি ব্যবহারকারীকে বিভিন্ন ডিভাইস ও অ্যাপের মাধ্যমে যুক্ত করাই এর লক্ষ্য।

গত মঙ্গলবার ফেসবুক ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) দেশগুলো থেকে আগামী পাঁচ বছরে ১০ হাজার জন নিয়োগ দেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানায়। এই কর্মীরা মেটাভার্স প্রযুক্তি তৈরির কাজে সাহায্য করবেন।

গত জুলাই থেকে মেটাভার্স নিয়ে কথা বলছেন জাকারবার্গ। তখন তিনি বলেছিলেন, ফেসবুকের ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে মেটাভার্স ধারণায়। প্রযুক্তিগত এ ধারণা একজন মানুষকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভার্চুয়াল রিয়েলিটিকে উপভোগ করার সুযোগ করে দেবে। যেখানে একজন কাজ করার সঙ্গে চলাফেরা করতে পারবেন।

ফেসবুকের অকুলাস ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হেডসেট এবং সেবা এ জগৎ কী, তা বুঝার একটি যান্ত্রিক উপকরণ।

ওই সময় জাকারবার্গ বলেন, 'আসছে বছরগুলোতে মানুষজন আমাদের একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কোম্পানি থেকে ধীরে ধীরে মেটাভার্স কোম্পানি হিসেবে দেখতে শুরু করবে। অনেক দিক থেকে সোস্যাল মিডিয়া প্রযুক্তির চূড়ান্ত অবস্থা হলো মেটাভার্স।'

সূত্র : প্রথম আলো

মোবাইল গেমস নিয়ে আসছে নেটফ্লিক্স

মাসখানেক আগে নেটফ্লিক্স মোবাইল গেমিং নামে নিজস্ব গেমিং সেবা আনার ঘোষণা দিয়েছিল মিডিয়া স্ট্রিমিং জায়ান্টটি। শুরুতে দুটি গেম নিয়ে পোল্যান্ডে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হলেও এখন থেকে আরো অঞ্চলে সম্প্রসারণে যাচ্ছে নেটফ্লিক্স। খবর গিজমোচায়না ও বিবিসি।

শুরুতে কেবল অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস ব্যবহারকারীরাই পাবেন ওই গেমগুলো ডাউনলোডের সুযোগ। সম্প্রতি অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন অ্যাপের জন্য নতুন আপডেট উন্মুক্ত করতে শুরু করেছে নেটফ্লিক্স। অ্যাপগুলো 'আপডেটেড' হওয়ার পর গেম ডাউনলোডের সুযোগ পাবেন ব্যবহারকারী। শুরুতে নিজস্ব প্লাটফর্মে পাঁচটি অ্যান্ড্রয়েড গেম যোগ করছে নেটফ্লিক্স।

নতুন গেমিং সেবার দুটি বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দিচ্ছে নেটফ্লিক্স। প্রথমত, গেমগুলোর মধ্যে বিজ্ঞাপন দেখতে হবে না গেমারকে; দ্বিতীয়ত, 'ইন-গেম পারচেজ' বা গেমে অভ্যন্তরীণ লেনদেনের কোনো সুযোগ রাখেনি নেটফ্লিক্স কর্তৃপক্ষ। যদিও মোবাইল প্লাটফর্মের প্রায় সব গেমের ক্ষেত্রে এ দুটি বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি অনিবার্য। নেটফ্লিক্স প্রথম ধাপে যে পাঁচটি গেম আনার ঘোষণা দিয়েছে তার মধ্যে দুটি স্ট্রিমিং জায়ান্টের সফলতম সিরিজগুলোর একটি 'স্ট্রেঞ্জার থিংস'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। গেমগুলো হচ্ছে: স্ট্রেঞ্জার থিংস: ১৯৮৪, স্ট্রেঞ্জার থিংস ৩ : দ্য গেম, কার্ড বাস্ট, টিটার আপ এবং শুটিং হুপস।

গেমাররা বলছেন, নেটফ্লিক্সে থাকা গেমগুলোর গ্রাফিক্স

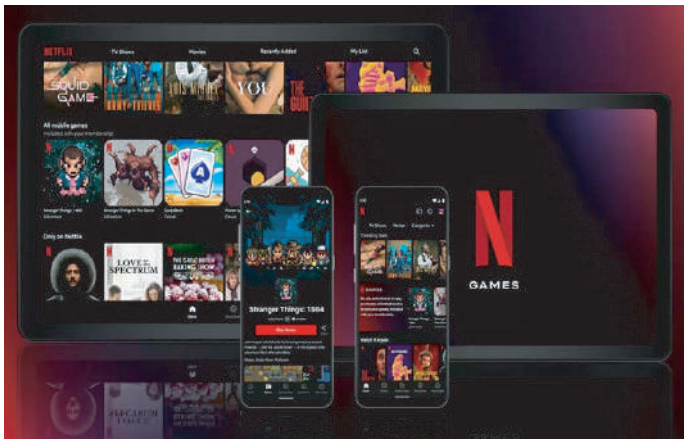

তুলনামূলক সাধারণ মানের এবং গেম খেলার অভিজ্ঞতা শৌখিন গেমারদের জন্য ঠিকঠাক হলেও পেশাদাররা এতে মজা পাবে না। নেটফ্লিক্স বলছে, একদম প্রাথমিক পর্যায়ে আছে এ প্রকল্প। সব ধরনের গেমারের জন্য গেম নির্মাণের পরিকল্পনাও আছে বলে জানিয়েছে তারা।

সূত্র : বণিক বার্তা

থাইল্যান্ডে বৈদ্যুতিক গাড়ি বিক্রি শুরু করেছে গ্রেট ওয়াল

থাইল্যান্ডে বৈদ্যুতিক গাড়ি বিক্রি শুরু করেছে গ্রেট ওয়াল মোটরস। চীনা গাড়ি নির্মাতা সংস্থাটি জানিয়েছে, স্থানীয় প্রতিযোগীদের চেয়ে কম মূল্যের গাড়িগুলোর জন্য প্রথম বিদেশি বাজারে প্রবেশ করেছে গ্রেট ওয়াল। সেখানে গ্রেট ওয়ালের সর্বনিম্ন দামের বৈদ্যুতিক মডেল 'ওরা গুড ক্যাট' বিক্রি করা হবে। গাড়িটির দাম শুরু হয় ২৯ হাজার ৮০০ ডলার থেকে। গুড ক্যাট নিশান লিফ মডেলের চেয়েও ৩০ শতাংশ কম ব্যয়বহুল। গুড ক্যাট মডেলটি এক চার্জে ৪০০ কিলোমিটার পাড়ি দিতে সক্ষম এবং ফাস্ট চার্জার ব্যবহারে ৪৬ মিনিটে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত চার্জ ওঠে ব্যাটারির। প্রাথমিকভাবে চীন থেকে গাড়িটি আমদানি এবং ২০২৩ সালে স্থানীয়ভাবে উৎপাদন শুরুর লক্ষ্য নিয়েছে গ্রেট ওয়াল। থাইল্যান্ডের বাজারে প্রবেশের আগে গ্রেট ওয়াল গত বছর দেশটিতে জেনারেল মোটরসের একটি সংযোজন কারখানা অধিগ্রহণ করেছিল।

সূত্র : বণিক বার্তা

দেশের আরও ১১টি জেলায়

শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে

শেখ রাসেল দিবস ২০২১

১৮ অক্টোবর

শেখ রাসেল
দীপ্ত জয়োল্লাস
অদম্য আত্মবিশ্বাস

শুভ জন্মদিন

বাঙালীর শৈশবকাল

www.sheikhrussel.gov.bd

জনসংযোগ শাখা, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, ১০ তলা,
আইসিটি টাওয়ার আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮-০২-৫৫০০৬৯৫৪, ইমেইল: kibriamcj@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bhtpa.gov.bd